দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 01 DEC 1998
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

এক মাদ্রাসা অধ্যক্ষের পাশববৃত্তির কাহিনী

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ মধ্যযুগীয় বর্বরতাকে হার মানিয়ে পাশবিকভাবে প্রকৃতিবিরুদ্ধ যৌন নির্যাতনের অভিযোগ করেছে এতিমখানা ও মাদ্রাসার এক ছাত্র

(শেষ পৃষ্ঠা ১ কঃ দেখুন)

এক মাদ্রাসা অধ্যক্ষের

(প্রথম পাতার পর)

এহ্সানুল হাসনাইন বেলাল। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর থানার একটি সিনিয়র মাদ্রাসার জনৈক অধ্যক্ষ দফায় দফায় বলাৎকারের এ ঘটনা ঘটিয়েছে বলে সে অভিযোগ করেছে। সোমবার এতিম, অসহায় বেলাল জাতীয় প্রেসক্লাব হলরুমে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই বীভৎস ঘটনার বর্ণনা দিয়েছে। এলাকার 'গড ফাদার' খ্যাত এই অধ্যক্ষের হুমকির কারণে বেলাল এখন চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে বলে জানিয়েছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে বেলাল জানিয়েছে, সে আলোচ্য সিনিয়র মাদ্রাসায় পড়াশোনা করা অবস্থায় ১৯৯৬ সালের ২৪ এপ্রিল অধ্যক্ষ নিজ বাড়িতে এ ঘটনা ঘটিয়েছে। ২৪ এপ্রিল রাতে উক্ত অধ্যক্ষ বেলালকে কৌশলে নিজ বাড়িতে নিয়ে যায়। রাতে একই ঘরে শুতে বলে। সারা রাত বেলালকে দিয়ে তার শরীর ম্যাসেজ করাতে থাকে। এক সময় বেলাল ঘুমিয়ে পড়লে অধ্যক্ষের মধ্যে পশুবৃত্তি চাঙ্গা হয়। এক পর্যায়ে অধ্যক্ষ বেলালকে বিবস্ত্র করে বিকৃত আচরণ করতে থাকে। বেলালের ঘুম ভেঙ্গে গেলে সে ছুটে যাওয়ার চেষ্টা করে কিন্তু তাকে জাপটে ধরে অধ্যক্ষ। অধ্যক্ষ তার কামনা নিবৃত্ত করার পরে বেলালকে মাটিতে শুইয়ে গলায় দা লাগিয়ে ভয় দেখায়, যাতে সে ঘটনাটি কোথাও না বলে। এরপরে বেলাল মাদ্রাসা থেকে ছাড়পত্র চাইতে গেলে অধ্যক্ষ তাকে ছাড়পত্র দেয়ার নামে আরও বহুবার যৌননিপীড়নে বাধ্য করেছে। বেলালকে কাছে পাওয়ার জন্য অধ্যক্ষ মাঝেমধ্যে টাকা-পয়সা ও জামা-কাপড় কিনে দিত। বেলাল মাদ্রাসা পরিবর্তন করলেও আলোচ্য মাদ্রাসা ছিল তার পরীক্ষাকেন্দ্র। এই ভয়ে এতদিন ঘটনাটি সে চেপে রেখেছে। গত ১১ নবেম্বর ব্রাহ্মণবাড়িয়া কোর্টে মামলা করতে গেলে অধ্যক্ষের পালিত সন্ত্রাসী বাহিনী তাকে কোর্ট থেকে তুলে নেয়ার চেষ্টা করেছে বলে দৈনিক খবরের ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা প্রতিনিধি দীপক চৌধুরী বাপ্পী জানিয়েছেন। এ বিষয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া থানায় জিডি করা হয়েছে গত ১২ নবেম্বর। বেলাল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকটেও স্মারকলিপি প্রদান করেছে। কিন্তু অধ্যক্ষ একের পর এক তাকে হুমকি দিয়েই চলেছে। গত ৫ এপ্রিল এক চিঠিতে অধ্যক্ষ বেলালকে হুমকি দিয়ে লিখেছে, 'তুমি আমাকে বেইজ্জতি করিওনা। যদি কর তাহলে তোমাকে দুনিয়া হইতে গায়েব করিয়া দেওয়ার সকল ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছি। তোমার সকল চেষ্টা আমার কাছে ব্যর্থ হতে বাধ্য; কারণ নবীনগর থানার পুলিশ প্রশাসনসহ সকল মস্তানদল আমার হাতের মুঠোয়। তুমি ভুলে যেও না যে, তুমি একজন এতিম-অসহায়। তোমার সাথে কেউ নেই।' অধ্যক্ষ চিঠির মাধ্যমে বেলালকে ঘটনাটি চেপে যাওয়ার জন্য মোটা অঙ্কের উৎকোচের প্রস্তাব দেয়। সাংবাদিক সম্মেলনে বেলাল এসব কথা বলতে গিয়ে কান্নাকাটি শুরু করে। বেলালকে এখন সার্বিক সহযোগিতাকারী মিসেস সামাদও সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।